খুলনার প্রথম স্কুল ও দানবীর মুহসীন

দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীনের তহবিলের অর্থ নিয়ে ১৮৬৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দৌলতপুর-সৈয়দপুর ট্রাস্ট এস্টেট স্কুল নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিই খুলনার প্রথম হাই স্কুল। শুরুতে ছিল মাইনর স্কুল (প্রাথমিক বিদ্যালয়)। পরে এর নাম হয় দৌলতপুর মাইনর স্কুল। পরে একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমান নাম সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ৫৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু

গৌরাঙ্গ নন্দী

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

দৌলতপুর মুহসিন স্কুল। ছবি : লেখক

ভৈরব নদের পশ্চিম দিকে লম্বালম্বিভাবে গড়ে ওঠা খুলনা শহরের উত্তরাংশে দৌলতপুর জায়গাটি একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র।

মূলত পাট ব্যবসার জন্য এর বেশ নামডাক। তবে এরও আগে ওখানে মুহসীন মোড় নামে একটি স্থানের পরিচিতি গড়ে ওঠে।

মূলত মুহসিন স্কুলের নামে জায়গাটির নাম হয়েছে।

দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীনের তহবিলের অর্থ নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিই খুলনার প্রথম হাই স্কুল।

বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন। নিজে সেই সম্পত্তি ভোগ করেননি।

সব সম্পত্তি ওয়াকফ করে জনসেবায় ব্যয় করার কথা বলেছিলেন। তিনজন তদারককারী (মুতাওয়াল্লি) ছিলেন। তাঁরাই এই সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, কাড়াকাড়ি শুরু করেন। পরে তখনকার সরকার তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়।

ওই সম্পত্তির একটি বিরাট অংশ ছিল খুলনা ও যশোর জেলায়। খুলনা অঞ্চলে তাঁর সম্পত্তি নিয়ে গঠিত হয়েছিল সৈয়দপুর এস্টেট (সৈয়দপুর ট্রাস্ট নামে, যা এখনো আছে)। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম দৌলতপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন এবং এস্টেটের

ইনচার্জ ডেপুটি কালেক্টর ব্রহ্মনাথ সোমের সঙ্গে তা বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা করেন। ডেপুটি কালেক্টর এতে সম্মতি দেন।

১৮৬৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রথম নাম ছিল দৌলতপুর-সৈয়দপুর ট্রাস্ট এস্টেট স্কুল। শুরুতে ছিল মাইনর স্কুল (প্রাথমিক বিদ্যালয়)। পরে এর নাম হয় দৌলতপুর মাইনর স্কুল। পরে একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছে, যা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারীকরণের পর আবার পরিবর্তিত হয়। বর্তমান নাম সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয় দৌলতপুরের গৌরমোহন সাহা নামের একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের একটি কামরায়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন অভয় কুমার সেন। কয়েক মাস পর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন রাজমোহন ঘোষ। ৫৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু। এক মাসের মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এক শতে উন্নীত হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে মহেশ্বরপাশার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। সৈয়দপুর ট্রাস্ট এস্টেট থেকে স্কুলকে তখন প্রতি মাসে ৫৪ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হতো। সে সময়ে ছাত্র বেতন থেকে পাওয়া যেত প্রতি মাসে ১৭ টাকা। প্রধান শিক্ষকের বেতন ছিল মাসিক ৩০ টাকা। এই স্কুল থেকে ১৮৭০ সালে ১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ইংরেজি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়। কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলটিকে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করা হয়।

স্কুলটির প্রথম পর্বে চলেছে নানা টানাপড়েন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর। মুখ্যত স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এমনটি ঘটেছে। এক পর্যায়ে সৈয়দপুর ট্রাস্টের এজেন্ট, সেই সময়ের যশোর জেলা কালেক্টর (তখনো খুলনা জেলা হয়নি) মি. জেমস মনরো ট্রাস্টের বাংলোতে স্কুলটি স্থানান্তর করেন। নীল চাষ উঠে গেলে তাদের ব্যবহার করা ভবন স্কুলকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। স্কুলে একটি মাদরাসা বিভাগ খোলা হয়। বলাই বাহুল্য, এই স্কুলের সুবাদে মুসলমান ছাত্ররা স্কুলে ব্যাপক হারে ভর্তি হয়। ১৮৮৭ সালে দুষ্কৃতিরা স্কুল ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভৈরব নদের ভাঙনেও স্কুলটি সরাতে হয়। পরবর্তীকালে এস্টেটের বাংলো পাওয়ায় স্কুলের ভবন সমস্যার সুরাহা হয়। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে স্কুলে আবারও আগুন লাগে। ১৯০০ সালে স্কুলের জন্য পাকা ভবন নির্মিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ, এস্টেট ও সরকার—ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে স্কুলটি আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ১৯১৬ সালে খেলার মাঠ ও হোস্টেলের জন্য স্কুলসংলগ্ন পাঁচ বিঘা জমি কেনা হয়। মুসলমান ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এখন স্কুলটির নিজস্ব জমির পরিমাণ ৩.১৫ একর। আছে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব। লাইব্রেরি।

এই স্কুলে পড়াশোনা করা অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন বঙ্গীয় বিধানসভার স্পিকার ও অবিভক্ত বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নড়াইলের সৈয়দ নওশের আলী, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল হামিদ ও সরোয়ার জাহান, বিশিষ্ট লেখক বাঙ্গাল আবু সাঈদ, কবি ও নাট্যকার কাজী আবদুল খালেক ও খগেন্দ্রনাথ বসু, প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ, অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা, কণ্ঠশিল্পী শেখ ইসমাইল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ।

সরকারি ব্যবস্থাপনার অধীনে মুহসীন ফান্ডের অর্থ দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণাঞ্চলে সুপেয় পানির জন্য অনেক পুকুর খনন করা হয়েছে। দৌলতপুরে গড়ে ওঠা ব্রজলাল কলেজ সম্প্রসারণ ও বিকশিত হয়েছে মুহসীনের তহবিল থেকে। খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এই মহান দানবীরের অর্থ থেকে, প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণও করা হয়েছে তাঁর নামে।